বাংলা থিয়েটার নিয়ে দু-চার কথা

পাঁচু রায়

থিয়েটারের সঙ্কট আজ বহু আলোচিত সে সঙ্কট অনেকটা দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির মতন। সর্বকালে যেমন শোনা গেছে এবং শোনা যায় জিনিসের দাম বাড়ছে , ব্যাপারটা অনেকটা সে রকম। সমস্ত বিষয়েই অতীতের স্বর্ণযুগ নিয়ে আমরা যেমন আফশোস করি, থিয়েটারের ব্যাপারেও সেরকম একটা হাহুতাশ শোনা যায়। যে সব প্রযোজনা, পরিচালনা, অভিনয় ঘটে গিয়েছে তা আর হবার নয় এমন কথা পুরণো লোকজনের মুখে প্রায়শই শুনি। সার্থক পরিচালিতগত বছরের এক আলোচনা সভায় সদ্যপ্রয়াত অমর গঙ্গোপাধ্যায় প্রায় এমন বলেছিলেন যে, যতদিন বহুরূপীতে শম্ভুমিত্র পরিচালক ছিলেন ততদিনই যা নাটক হয়েছে, তারপর আর কিছুই হয়নি। অর্থাৎ ১৯৭১ সালের পরে তেমন আর প্রযোজনা হয়নি এটাই তিনি বলতে চেয়েছেন। ১৯৭১ সালে বাদল সরকারের পাগলাঘোড়া এবং বিজয় তেন্ডুলকরের চোপ আদালত চলছে শম্ভুমিত্রর সর্বশেষ নাট্য পরিচালনা। যদিচ এর সাতবছর পর শম্ভুমিত্র যখন বহুরূপী ছাড়তে বাধ্য হন তখন এই বিতাড়ন যজ্ঞের পুরোহিত ছিলেন ঐ অমর গঙ্গোপাধ্যায় স্বয়ং। "একদিন অমর গাঙ্গুলিএসেছিলেন ঐ ৭নম্বর আহিরীপুকুরের ডেরায়। সেটা সম্ভবত তোমরা কেউ জানোনা। কারন অমর গাঙ্গুলির নির্দেশছিলো কেউ যেন না জানে। কি করব অদ্ভুত ! সেদিন তিনি যেরকম কুৎসা আমারই মা এবং বাবার সম্পর্কে আমারই কাছে করেছিলেন তা অকল্পনীয়। পরিজনদের ভয়ার্ত অনুরোধ না থাকলে ঐ ভদ্দরলোকটিকে নিশ্চিত টানতে টানতে নিয়ে যেতুম ৯৬ পার্কস্ট্রীটের পাঁচতলায়। বলতুম কথাগুলো বাবার সামনে বল। আমার জানবার দরকার আমার বাবা কতটা খারাপ লোক। বলতে পারিনি। চুপ করে শুনে যেতে হয়েছে পরিবর্তে। সেই সব সম্পন্ন করে অমর গাঙ্গুঁলি বলেছিলেন শোন ! তোকে বিন্দুমাত্র প্রয়োজন নেই বহুরূপীর। কিন্তু বহুরূপীকে তোর প্রয়োজন আছে। অ্যাকটিং করবার প্লাটফর্ম পাবি ? আমি দাঁত চেপে জবাব দিয়েছিলাম করব না। বরং ঘুমোবো আমার কাছে এই কথোপকথনের কোনও প্রমান নেই, কিন্তু এই রকম কথোপকথন হয়েছিল।" (দিলীপ ঘোষকে লেখা শাঁওলী মিত্রর চিঠি, সূত্রঃ শম্ভুমিত্রও বহুরূপী, দিলীপ ঘোষ, মিত্র ও ঘোষ, বইমেলা ২০০০, পৃ.৯০)

যাইহোক, অমর গাঙ্গুলী বলেছিলেন বলে তার বিদ্ধে অন্যদিক দিয়ে এত তথ্য দেওয়া গেল, কিন্তু যাদের বিদ্ধে তথ্য প্রমান এই রকম আদৌ নেই, তারাও বলেন, কিস্যু হচ্ছে না। সেই রক্তকরবী, সেই কল্লোল, সেই তিনপয়সার পালা কোথায় ? আমরা ঐ সমস্ত নাটক দেখেছি এখনকার থিয়েটারে আর মন ভরে না। কেউ আবার আরও অর্বাচীনের মতন বলে, গিরিশ ঘোষের পর আর নাটক লেখা হল কোথায় ? গত ১০ বছরে আমরা গিরিশ ঘোষের দুটি বড় নাটক স্টারস্টাটেড অবস্থায় মঞ্চস্থ হতে দেখেছি। বলিদান এবং সিরাজদৌল্লা যথাত্রমে বিভাস চত্রবর্তী এবং নীলকণ্ঠ সেনগুপ্তের নির্দেশনায় এবং কলকাতার প্রায় সমস্ত শক্তিমান অভিনেতাদের সমাবেশ ঘটিয়ে এবং অঢেল অর্থ ব্যয় করে (নাকি অপব্যয় করে!)। বলা যায় অবশ্যই সবিনয়ে গিরিশ ঘোষ নসটালজিয়ার মৃত্যু না হলেও আধমরা হয়ে গেছে এই দুটি প্রযোজনা দেখার পর। অথচ ইবসেন প্রাচীন গিরিশ ঘোষের তুলনায়, চেকভ প্রায় সমসাময়িক গ্রিরিশ ঘোষের, বেরটোল্ট ব্রেখট কিছুটা নবীন। ইওরোপীয় এই সব নাট্যকারদের বঙ্গানুবাদ বা ভাবানুবাদ দেখে আমরা বিস্মিত হই আর ভাবি হয়তো আরও একশ বছর পর এদের নাটক আমরা পুরোপুরি বুঝতে পারব! পরাধীনতার জন্যই হোক বা ঔপনিবেশিক এবং সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি যে কারনেই হোক থিয়েটার সিনেমা থেকে আমাদের সাহিত্য শিল্প সংস্কৃতির যাবতীয় শাখা প্রশাখা জুড়ে রয়েছে প্রায় ক্ষমাহীন এক ভীতা। এই ভীতার উত্তরসুরী আমরা রাজনীতি থেকে সংস্কৃতি সর্বত্র। নসটালজিয়া বারংবার পিছনফিরে তাকানো, বস্তুত, এই ভীতা নামক ব্যাধির প্রধান উপসর্গ।

তাবলে গতকাল ঘটে যাওয়া কোনও অনামী দলের প্রযোজনা বা দুশো বছর আগে অনুষ্ঠিত গেরাসিম লিয়েবেদফের প্রযে
াজনা কোনওটাই ছেট বড় করে দেখছি না। ইতিহাস বাদ দিয়ে বর্তমান হয় না, বর্তমান পৌঁছায় ইতিহাসের সিঁড়ি বেয়ে।
সিঁড়ি একটি ঐত্যিহাসিক সত্য, কিন্তু উত্থানের একমাত্র উপায় নয়। তথাপি একটা ঘটনা যে আমাদের থিয়েটার ঐতিহ্যশ
ালী। পরিবারের ঘেরাটোপে বন্দী থাকার কোনও বিশেষ ঐতিহ্য আমাদের থিয়েটারে ছিল না। একটা সময়ে উনিশ
শতকের শেষ এবং বিশ শতকের শুতে বাংলা থিয়েটার তার দর্শককে সচেতন করার প্রয়াস উন্মুক্ত করেছিল। তার আগে
যে কলকাতার প্রসেনিয়াম মঞ্চে বাবু বাঙ্গালীদের দর্শক এবং অভিনেতা হিসাবে টেনে নিয়ে আসার পেছনে ইংরেজ বানিয়
াদের সুপরিকল্পিত মতলব ছিল এটা আজ বিতর্কের উর্ধে। ডোমতলায় বেঙ্গলী থিয়েটার নাম দিয়ে গেরাসিম স্তেপানোভিচ
লিয়েবেদফ কাল্পনিক সংবাদ নামক নাটকটি বাঙ্গালী কুশীলব দিয়ে মঞ্চস্থ করান ১৭৯৫ সালের ২৭ শে নভেম্বর। সেই
হিসেবে কললকাতার প্রসেনিয়ামের বয়স ২০৫ বছর নিজেদের এবং বাবুবিবিদের বিনোদনের জন্য ইংরেজরা প্রসেনিয়াম
মঞ্চ চালু করেছিলেন এই দেশে। সিপাই বিদ্রোহের পর এই বিনোদন মঞ্চের রাশ চলে যায় মূলতঃ কলকাতার সম্পন্ন ব
াঙ্গালীদের কাছে, যারা এক কথায় ছিলেন সামন্ত ব্যবস্থারর এবং ইংরেজদের ধামাধরা। বেলগাছিয়া থিয়েটার, পাথুরিয়
াঘাটার বঙ্গরঙ্গালয়, জোড়াসাঁকোর থিয়েটার, শাভাবাজার নবকৃষঞ দেবের বঙ্গভূমি ইত্যাদি স্থান গুলি হল বাংলা থিয়েট
ারের সুতিকাগৃহ। নবীন বসুর বাড়ীতে বিদ্যাসুন্দর মঞ্চস্থ হওয়ার ব্যয় ছিল সেই প্রায় দেড়শ বছর আগে, এক লক্ষ টাকা।
এত ব্যয় বহুল প্রযোজনা বাংলা রঙ্গমঞ্চ এখনো আর পায়নি। এই ইংরেজ তোষণ একদিন প্রবল বাধার সম্মুখীন হল।
মঞ্চস্থ হল নীলদর্পণ। বলা যায় বাংলা থিয়েটারে এল নতুন যুগ। তারপর বাংলা থিয়েটার ধারাবাহিকভাবে উদ্বেল হয়ে
ওঠে জেলদর্পন, চা-কর দর্পন, জমিদার দর্পন, সামন্ত দর্পন, পল্লীগ্রাম দর্পন, ইত্যাদি প্রযোজনার মাধ্যমে। ১৮৭৬ সালে
১লা মার্চ গ্রেট ন্যাশান্যাল এর সুরেন্দ্র বিনোদিনী এবং দি পুলিশ অব পিগ এন্ড শিপ মঞ্চস্থ হওয়ার আগের দিন ২৯ শে
ফ্রেব্রুয়ারী ইংরেজ সরকার দি ড্রামাটিক পারফরমেন্স কন্ট্রোল অ্যাক্ট অব এইটিন সেভেন্টিসিক্স জারী করে। এই আইন
উপেক্ষা করে ঐ বছরের ৪ঠা মার্চ গ্রেট ন্যাশান্যালের সতী কি কলঙ্কিনী মঞ্চস্থ হওয়ার সময় ল্যাম্বট নাম তদানীন্তন কুখ্যাত
পুলিশ কমিশনার থিয়েটার হলে হানা দিয়ে অমৃতলাল বসু , মতিলাল সুর, উপেন দাস, অমৃতলাল মুখার্জী প্রমুখ
অভিনেতাদের গ্রেপ্তার করেন। এই যুগটি বাংলা থিয়েটারের যথার্থ স্বর্ণযুগ। ব্রিটিশের ত্রোধ থেকে উদ্ধারের ছলে এই
প্রবল প্রবাহ থেকে কলকাতার থিয়েটারকে আবার সামন্তবাদ এবং হিন্দুধর্ম পুনর্জ্জীবনের মন্ত্রে দীক্ষিত করে যিনি দেশীয় বা
নিয়াদের হাতে থিয়েটারকে তুলে দেন তার নাম গিরিশ ঘোষ। হিন্দু নব্য জাতীয়তাবাদের প্রতিফলন ধীরে ধীরে ঘটতে থ
াকে কলকাতার থিয়েটারে। কলকাতার রঙ্গমঞ্চ আবার জমে ওঠে। এই প্রসঙ্গে আমরা উল্লেখ করতে পারি শেখব সমাদ্দ
ার রচিত নির্দেশিত হাওড়ার অনুভাষ এর অতি সাম্প্রতিক প্রযোজনা অপূর্ব গোলাপ এর কথা। এইটি সুকুমারি দত্ত, যিনি
প্রথম জীবনে ছিলেন গোলাপ সুন্দরী, তাকে নিয়ে রচিত। প্রথম এই মহিলা নাট্যকারের অপূর্বমতী দি ইন্ডিয়ান ন্যাশান্যাল
থিয়েটার মঞ্চস্থ করে ১৮৭৫ সালে ২৩ আগষ্ট। সেদিন হল উপচে পড়েছিল দর্শকদের ভীড়ে। যাইহোক, দর্শক সমাগমের
বিচারে এই সময়টাকে বাংলা থিয়েটারের স্বর্নযুগ বলে কেউ কেউ চিহ্নিত করেন। এই প্রসঙ্গে অবশ্য উল্লেখ্য যে, ইংরেজ
সরকার গিরিশ ঘোষের সিরাজদ্দৌলা নিষিদ্ধ করেছিল। যদিও এই নাটকে ইংরেজদের বিদ্ধে যত কথা বলা হয়েছে তার
চেয়ে অনেক বেশী আত্রমন করা হয়েছে দেশীয় দালালদের। মোটামুটি ভাবে এই ধারাবাহিকতাই বজায় থেকেছে শিশির
যুগ পর্যন্ত। গিরিশচন্দ্র অর্ধেন্দু শেখরদের উত্তরসুরী হিসেবেই শিশির কুমার কে চিহ্নিত করা যায়। ১৯৪৫ -এর নবান্ন
নতুন যুগের সূত্রপাত ঘটিয়েছিল এরপর থেকে বাংলা থিয়েটার বলতে গ্রুপ থিয়েটারকেই বোঝাত। কেননা হাতিবাগ
ানের থিয়েটার পঞ্চাশের দশক থেকে ঢুকে যায় একেবারে পারিবারিক ঘেরা টোপে পরীক্ষা নিরীক্ষার অবকাশ নিরপেক্ষভ
াবে। ব্যবসায়িক রঙ্গমঞ্চের আকাশে কালো মেঘের পর্দা টেনে দেয় ক্যাবারে নর্তকী সংস্কৃতি, সারকারিনা, বয়েজওন, প্রত
াপ মঞ্চ, মির্নাভা ইত্যাদি হলে বিচিত্র প্রযোজক পরিচালকদের নেতৃত্বে করেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় তার নাম জীবন,
নীলকণ্ঠ, রাজকুমার, ফেরা, দর্পনে শরৎশশী, ঘটকবিদায়, প্রানতপস্যা ইত্যাদি প্রযোজনা মাধ্যমে। ঝিরূপা, স্টার, বিজন
থিয়েটার, তপন থিয়েটার, উত্তম মঞ্চ সর্বত্র তিনি ব্যবসায়িক ভিত্তিতে নাটকটি মঞ্চস্থ করেছেন। কিন্তু একজন পরিচালকের
প্রচেষ্টায় দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যশালী ব্যবসায়িক রঙ্গমঞ্চকে বাঁচান যায়নি। স্টার - রংমহল - ঝিরূপা - সারকারিনা- তপন
থিয়েটার - মিনার্ভা - প্রতাপ মঞ্চ সব বন্ধ। পশ্চিমে উত্তর মঞ্চ তার উত্তরে বিজন থিয়েটার এবং রঙ্গনা - বানিজ্যিক থিয়েট

ার বলতে এই এবং এরমধ্যেও সত্যি সত্যি বানিজ্যিক ভিত্তিতে নাট্য প্রযোজনা চালাচ্ছেন একমাত্র গনেশ মুখোপাধ্যায় রঙ্গ নায়। এটিই এখন বানিজ্যিক থিয়েটারের শিবরাত্রির সলতে।

গ্রুপ থিয়েটার অন্যদিকে নানান ভাঙ্গাগড়ার ভিতর দিয়ে কখনও এগিয়ে কখনও পিছিয়ে চলছে। রক্তকরবী, অঙ্গার, কল্লোল, তিতাস, রাজা, টিনের তলোয়ার, তিনপয়সার পালা, ভালমানুষ, ফুটবল, পাপপুন্য, অমিতাক্ষর কর্নিক জন্মভূমি, পন্তুলাহা, কাপ্টেন হুররা, মারীচ সংবাদ, জগন্নাথ, দানসাগর সোয়াইক, গ্যালিলিও (রেপটারি)রানীকাহিনী, তপস্বী ও তরঙ্গিনী, দেবাংশী, সাজানো বাগান, পঞ্চাশ থেকে আশীর দশকের একেবারে গোড়ার দিকেপর্যন্ত তিনদশক জুড়ে ঘটে যাওয়া প্রয়োজনাগুলির মূল বক্তব্য ছিল রাজনৈতিক, তা-সে রক্তকরবী দেবাংশীর মতোন হোক বা কল্লোল অমিতাক্ষরের মতন হোক, রাজনীতি ছিল মূল কেন্দ্র। এবং উপস্থাপনায় সযত্নে এড়িয়ে যাওয়া হত চার দেওয়ালের ঘেরা টোপ। সমস্ত দলেরই ঝোঁক ছিল অনেক মানুষ নিয়ে কাজ করার। নিয়ত পরীক্ষা নিরীক্ষাকরার।

বৈদ্যুতিন মাধ্যমের দাপটে এবং রাজ্যে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের কারনে প্রাথমিক ভাবে নাট্যদলগুলি দিগভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। সকারের কাছ থেকে অনুদানের অশ্বাস ছিল বিভিন্ন দলের প্রতি। এতদিন যে সরকার বিরোধীভূমিকায় রপ্ত ছিলেন পরিবর্ত্তিত পরিস্থিতিতে তার অবয়ব কি হবে এই নিয়ে সংশয়ের ধারাপাত বামফ্রন্ট শাসনের প্রথম দশ বছর প্রায় বাংলা থিয়েটারকে বন্ধ্যা জলায় পরিনত করেছিল। তারপর কিছু উন্নতি ঘটল বটে কিন্তু গ্রুপ থিয়েটার ঢুকে গেল ড্রইং মের ঘেরাটোপে। প্রত্যেক দলেই অভিনেতার সংখ্যা কমতে থাকল মূলতঃ বৈদ্যুতিকমাধ্যম ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের দ াপটে। দেওয়াল এবং চেয়ার টেবিল দেখতে দেখতে আমরা যখন ক্লান্ত তখন নববইয়ের দশকে আমরা আবার নতুন কলেবরে বাংলা থিয়েটারকে পেতে শু করলাম। জোছনাকুমারী - তীর্থযাত্রা -গোত্রহীন - নগরকীর্তন - মেঘনাদ বধ কাব্য - একা এবং একা - আকবর বীরবল - দায়বদ্ধ - তখন বিকেল - টেম্পেষ্ট- সাফল্য - বিপন্ন বিষ্ময় - মরমিয়া মন - অদ্ভুত অ াঁধার - আত্মকথা - ভিত্তিপ্রস্তর - এই শহর এই সময় - মৃত্যু নাহত্যা- গন্তব্য - ডাইন - তিস্তা পারের বৃত্তান্তর মতন প্রযে াজনা আমাদের আশা আকাঙ্খাকেই শুধু জাগ্রত করছে না এরা ব্যাপক দর্শক সমাগমই শুধু ঘটাচ্ছে না, এদের মধ্যে অনেকেই বেডম ড্রয়িং মের ক্লান্তিকর ছক ভেঙ্গে বেরিয়ে এসেছেন। এ ব্যাপারে এই শহর এই সময় এক নতুন ধরনের প্রযে াজনা। আধুনিক ব্যালে হয়ে ওঠে কেমন করে ,আমাদের প্রিয় কবিদের গান ও কবিতা কেমন করে কথকতায় বলা যায়, এই শহরের ইতিহাস এই সময়ের কাহিনী কেমন করে সফল হওয়া যায়, এক নতুন পরীক্ষার এই সময় তারই এক অভিজ্ঞতা।

তবে আমাদের যাবতীয় অভিজ্ঞতাকে খান খান করে দিয়ে শুধু বাংলা থিয়েটারে নয়, ভারতীয় থিয়েটারেরযাবতীয় অর্গল ভেঙ্গে ফেলার নাটক তিস্তাপারের বৃত্তান্ত এমন একটি গভীর এবং কঠিন প্রযোজনা কোন যাদুদন্ডেআপামর দর্শকের প্রিয় হয়ে উঠছে তা বলতে পারবেন পরিচালক সুমন মুখোপাধ্যায় সম্ভবত। বাংলা থিয়েটারের হয়ে তিস্তাপারের বৃত্তান্ত এবং ত ার সাফল্য সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মুখে এক দুরস্থ থাপ্পড় । থাপ্পড় তাদেরও গালে জনপ্রিয়তার অজুহাতে যারা শিল্পম াধ্যমকে বস্তাপচা করতে চায়। এবং যারা বলতে চায় থিয়েটার আজ মহাসঙ্কটে।

সাহিত্য সমাজ পত্রিকা থেকে সংগ্রীহিত